নিবেদন

বহুদিনের প্রতীক্ষিত একটি গবেষণামূলক কাজ উত্তরবঙ্গের কামরূপী উপভাষাভাষী অঞ্চলের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি' আজকে সম্পূর্ণ করতে পেরেছি বলে আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই তাঁদের যাদের ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমার লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়েছে। এজন্য আমি যে শুধু আমার গবেষণা কাজের জন্য আনুষ্ঠানিক রেজিস্ট্রেশনের পর চার বছরের মধ্যে লোকসাহিত্যের সব কিছু উপাদান সংগ্রহ করেছি তা নয় এর জন্য আমার মানসিক প্রস্তুতি ছিল সুদীর্ঘ কালের। আমি যখন স্কুলের ছাত্র, সে সময় ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার পশ্চিমবঙ্গ যুবউৎসব অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠানে আমার সংগৃহীত ভাওয়াইয়া লোকসঙ্গীত দ্বিতীয়স্থান পেয়ে পুরস্কৃত হয়। তার পরে ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের ছাত্র সে সময় আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের প্রথেয় অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের প্রস্তাবানুযায়ী কলিকাতার লোকসাহিত্য গবেষণা কেন্দ্রে উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির উপরে একটি লিখিত বক্তৃতা পাঠ করি পরে সেটি ১৩৭২ বঙ্গাব্দে ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা সন্তর্ষিতে প্রকাশিত হয়। এর পরবর্তী কালে আমার নওঁগাপার্লস কলেজে অধ্যাপনা করার সময় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে যে আচার্য্য দীনেশচন্দ্র সেন শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয় সে সময় আমার বর্তমান গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক তদানীন্তন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক ডঃ হরিপদ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আমন্ত্রণক্রমে কোচবিহারের প্রবাদ ও লোক সাহিত্যের উপরে দুটি বক্তৃতা দিই। পরে সেই বক্তৃতাগুলি 'প্রান্তবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেকারণেই আমি প্রথমেই উল্লেখ করেছিলাম যেআমার এই গবেষণা কাজের জন্য মানসিক প্রস্তুতি সুদীর্ঘ কালের। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দ যদি এর সূচনাপর্ব হয় তবে ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে তার স্থিতিকাল দীর্ঘ সাতাশ বৎসরের।

এই কাজের জন্য নিরন্তর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যাদের কাছ থেকে পেয়ে আসছিলাম তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আমার তত্ত্বাবধায়ক ডঃ হরিপদচক্রবর্ত্তী, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল ও তরণীকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয়। এঁদের কাছে আমার ঋণের অন্ত নেই। এ ছাড়া আমার কলেজের অধ্যক্ষ জয়ন্তকুমার চক্রবর্ত্তী, ভ্রাতৃপ্রতিম ডঃ সুরঞ্জন দত্তরায় (বেণুদা) ও অনুজ তুল্য স্নেহাস্পদ ডঃ গিরিজাশংকর রায় এঁরাও আমার কাজে নানাভাবে সাহায্য করেছেন।

এই কাজ শেষহয়েছে জেনে যাঁরা অপরিসীম আনন্দলাভ করবেন তাঁরা আমার বৃদ্ধ পিতা শ্রীরবীন্দ্রনাথ অধিকারী ও মাতা সরলা দেবী যাদের উৎসাহ ও আশীর্বাদ এই কাজের প্রেরণাস্থল।

এছাড়া দিল্লী থেকে ইউ, জি, সি কর্তৃপক্ষ আমার গবেষণা কর্মের জন্য একালীন আর্থিক সাহায্য দিয়ে সহায়তা করেছেন এই অবসরে তাদের প্রতিও জানাচ্ছি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

উত্তরবঙ্গ ও গোয়ালপাড়া জেলার গ্রামেগঞ্জে যে সমস্ত সরলপ্রাণ মানুষের কাছ থেকে লোক সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ করেছি সম্ভবপর স্থলে প্রতি অধ্যায়ের শেষে প্রমাণপঞ্জীতে তাঁদের উল্লেখ করেছি। তাঁদের প্রতিও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ রইলো।

পরিশেষে কলকাতায় গবেষণা গ্রন্থ খানি বাংলা ভাষায় মুদ্রনের (টাইপ) জন্য যিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে সহায়তা করেছেন সেই বিনম্র মানুষটি যার নাম শ্রী রাধাবিনোদ পান তার প্রতিও রইলো আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা। ধন্যবাদ রইলো কলিকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, গুয়াহাটি বড়ুয়া কলেজ গ্রন্থাগার, গৌরীপুর (আসাম), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা ও শিলিগুড়ি শাখা, মহাজাতি সদন গ্রন্থাগার, উত্তরবঙ্গ জেলা গ্রন্থাগার, কোচবিহার এই সমস্ত গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ ও গ্রন্থাগারীকদের প্রতি।

রমেন্দ্রনাথ অধিকারী

প্রধান অধ্যাপক বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

গুয়াহাটি বড়ুয়া মহাবিদ্যালয়, গৌরীপুর, আসাম।